দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 01 DEC 2002 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৩ ...

সম্পাদক সমীপে

গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে

গত ১ অক্টোবর, ২০০২ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হকের দেয়া সংশোধনী প্রস্তাবটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হকের গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সাথে আমি কিছু কিছু ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছি। তিনি সর্বনিম্ন পাস নাম্বার ৩৩-এর স্থলে ৪০ ধরেছেন যা বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকটা অসম্ভব। এতে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফলাফল বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের গুণগতমান, ছাত্রদের পাঠাভ্যাসে আগ্রহী করে তোলা এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের সচেতনতা ব্যতীত দ্রুত সংস্কার সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে 'ধীরে অথচ লেগে থাকা' পদ্ধতি অবলম্বন করাই শ্রেয়। সুতরাং, আমার প্রস্তাবহচ্ছে, যেহেতু ৯০ থেকে ১০০ নাম্বার প্রাপ্তিকে জিপিএ-৫ ধরা হচ্ছে, সেহেতু পাস নাম্বারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জিপিএ, ৯০-এর ৪০%=৩৬ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সামগ্রিকভাবে প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হকের প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে শুধুমাত্র পাস নাম্বারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৪০-এর স্থলে ৩৬ ধরা সম্ভব হলে।

আমার প্রস্তাবিত গ্রেডিং পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রাপ্ত নম্বর (বিষয়ভিত্তিক)	প্রাপ্ত গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
১. ০ হতে ৩৫	এফ	০
২. ৩৬ হতে ৪৯	ডি	২
৩. ৫০ হতে ৫৯	সি	৩
৪. ৬০ হতে ৬৯	বি	৩.৫
৫. ৭০ হতে ৭৯	বি+	৪
৬. ৮০ হতে ৮৯	এ	৪.৫
৭. ৯০ হতে ১০০	এ+	৫

–ডাঃ আরশেদ আলী
এমবিবিএস (ঢাকা)
চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
জাহানারা চক্ষু চেম্বার
চান্দিনা, কুমিল্লা।